কিন্ডারহিল্পস্‌ওয়্যার্ক, লালমনিরহাট

সংস্থার কর্মকান্ডের পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা

ঃ সূচিপত্র ঃ

- সংস্থার পরিচিতিঃ
- সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রী মনোনয়ন প্রক্রিয়া
- প্রকল্প বিবরন
- আন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন
- ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সংস্থার পরিচিতি

কিন্ডারহিল্পস্ওয়্যার্ক, লালমনিরহাট একটি অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংস্থা। সংস্থাটি সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তিক নিবন্ধিত। সংস্থাটির অবস্থান জেলা পুরাতন মিলনায়তন এর পিছন পার্শ্বে, স্টেশন রোড, লালমনিরহাট।

সংস্থায় সাত সদস্য বিশিষ্ঠ একটি কার্য্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে এবং ২৬ জন সাধারন সদস্য-সদস্যা রয়েছে। সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে সকলেই যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সংস্থার কাম্পাসের কিছু ছবি

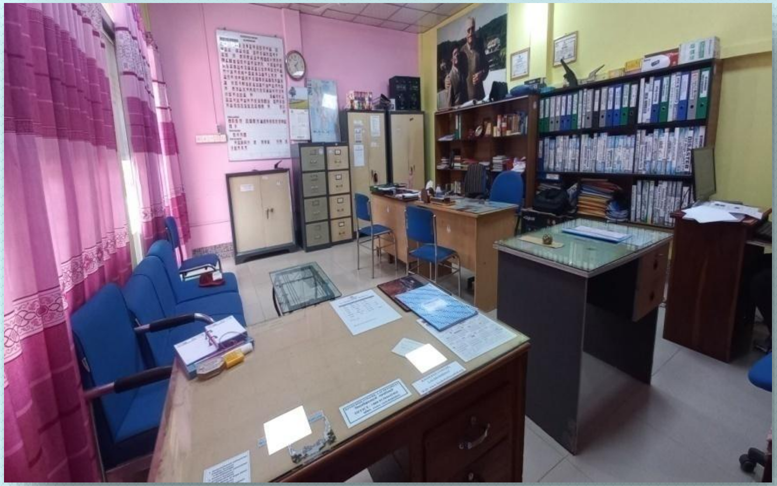

সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজে মানুষের নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। তার মধ্যে অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্টির শিশু সন্তানেরা শিক্ষা বিমুখ হয়ে শিশু শ্রমসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। কর্মসংস্হানের অভাবসহ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত এ এলাকার জনগোষ্টি। সমাজের বহুবিধ এ সমস্যার মধ্যে শিক্ষা, খাদ্য ও চিকিৎসা এই তিনটি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে **কিন্ডারহিল্পস্ওয়্যার্ক, লালমনিরহাটের** প্রকল্পগুলোকে পরিকল্পনা করা হয়েছে। দুঃস্থ্য, অনাথ ও এতিমদের মেধা বিকাশের সুযোগদান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কিন্ডারহিল্পস্ওয়্যার্ক লালমনিরহাট এই জেলায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে উদারভাবে সকলের উন্নয়ন সাধনে কাজ করার দীর্ঘ পরিকল্পনা রয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করাই লক্ষ্য।

জাতীয় পরিকল্পনা তথা VISION-2030 এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দারিদ্র দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়া, টেকসই কৃষি উন্নয়ন, সবার জন্য স্বাস্হ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণ, শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণ, নিরাপদ বাসস্থান ইত্যাদি এর নিশ্চয়তা প্রদান উল্লেখ্যযোগ্য। কিন্ডারহিল্পস্ওয়্যার্ক এর "চাইল্ড স্পন্সরশীপ এন্ড এডুকেশন" এবং "চিল্ড্রেন কেয়ার" প্রকল্প দুটির মাধ্যমে এই লক্ষ্য পূরণে সরকারের সহায়ক সহযোগী হিসেবে নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করতে আশাবাদী। যেখানে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও নিগৃহিত শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের একজন সুনাগরিক হিসেবে জনগোষ্ঠির মূলধারার সাথে মিশে দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

উপকারভোগী ছাত্র-ছাত্রী মনোনয়ন প্রক্রিয়াঃ

সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী তিন শ্রেনীর শিশুদের লেখাপড়া করার জন্য স্পন্সরশীপ দেয়া হয়ে থাকে।

প্রথমত- যে সকল শিশুরা অনাথ এতিম (মা,বাবা মৃত্যু বরন করেছেন) বয়স ৫-৭ বছরের মধ্যে বা তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করছে, তাদের স্পন্সরশীপ দেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত- যে সকল শিশুর মা, বাবা যে কোন একজন মৃত্যুবরন করেছেন, বয়স ৫-৭ বছরের মধ্যে বা তৃতীয় শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করছে তাদের স্পন্সরশীপ দেয়া যেতে পারে।

তৃতীয়ত- যে সকল শিশুর মা,বাবা আছে কিন্তু নিত্যান্ত গরীব। যাদের মাসিক গড় আয় ৮,০০০/= টাকার নিচে, ভুমিহীন, জীর্ন ঘরবাড়ী, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নাই এর কোন ২/৩ টির অভাব পরিলক্ষিত হয় কিন্তু শিশুটির মেধা আছে, লেখাপড়া চালিয়ে যেতে আগ্রহী, এ ধরনের শিশুদেরও স্পন্সরশীপ প্রদানের জন্য সংস্থার কার্য্যনির্বাহী পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য চুড়ান্ত এখতিয়ার রাখেন।

প্রকল্প বিবরন

এই সংস্থাটির প্রকল্পগুলো এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে স্পন্সর প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা, খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে অত্র সংস্থার আওতায় ২টি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পগুলো যথাক্রমেঃ

(ক) চাইল্ড স্পন্সরশীপ এন্ড এডুকেশন।

(খ) চিল্ড্রেন কেয়ার।

(ক) “চাইল্ড স্পন্সরশীপ এন্ড এডুকেশন” প্রকল্পঃ

উক্ত প্রকল্পটির আওতায় ২১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে এবং ১ জন বিধবা রয়েছে। ২১৮ জনের মধে¨ ১৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মাসিক হারে নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। স্কুল পর্যায়ে ৭০০/= (সাতশত) এবং কলেজ পর্যায়ে ৯৫০/= (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২১৮ জনের মধে¨ থেকে ২৫ জনকে বাছাই করে মাসিক হারে খাদ¨ সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। খাদ¨ সামগ্রীর মধে¨ চাল, ডাল, তেল, লবন, আটা মাসিক হারে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ২১৮ জনকে বাৎসরিক শিক্ষা সামগ্রী, বাৎসরিক স্বাস্থ¨ সুরক্ষা সামগ্রী, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্মদিনের উপহার সামগ্রী ও বাৎসরিক উপহার সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। ১ জন দরিদ্র বিধবা মহিলাকে মাসিক হারে নগদ টাকা সাহায¨ করা হচ্ছে। এছাড়াও খাদ¨ সামগ্রী প্রাপ্ত ২৫ জনকে ১ জন শিক্ষক কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় ১২ জন কর্মচারী স্ব-স্ব পদে দায়িত্ব পালন করছে।

“চাইল্ড স্পন্সরশীপ এন্ড এডুকেশন” প্রকল্পের কর্মকান্ডের কিছু ছবি

“চাইল্ড স্পন্সরশীপ এন্ড এডুকেশন” প্রকল্পের কিছু ছবি

অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রম

সংস্থা সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমনঃ বন্যা, অতি শীতে কম্বল বিতরন, যেকোনো রোগের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় যেমন করোনার সময় স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ নলকূপ ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন, নারীদের সাবলম্বী হওয়ার প্রশিক্ষন ইত্যাদি কাজও করে আসছে। ডোনার কর্তৃক বরাদ্দ সাপেক্ষে ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রমের ছবি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

সংস্থা প্রতিবছর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলো সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পালন করে থাকে।

যেমনঃ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃ ভাষা দিবস, বাংলা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(ক) সংস্থার জন্য একটি পাকা ভবন নির্মান;

(খ) শিশু চিকিৎসালয় অথবা মা ও শিশুর চিকিৎসা পরিচর্যা কেন্দ্র;

(গ) সমাজের বখে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য মাদকাশক্তি নিরামিয় কেন্দ্র নির্মান;

(ঘ) বয়স্কদের জন্য "ওল্ড হোম" বা বৃদ্ধাশ্রম তৈরী করন;

(ঙ) ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি সংগীত বিদ্যালয় চালু করন।

স্পন্সর ছাত্র-ছাত্রী ও অবিভাবকদের সমন্বয়ে বার্ষিক সমাবেশ ও বিভিন্ন সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠান-ডিসেম্বর-২০২৪ এর একটি ভিডিও অংশ

সমাপ্ত